## বাথরুম/ টয়লেট/ইস্তেঞ্জা'র আদব ও সুন্নতসমূহ

১. মাথা ঢেকে যাওয়া । (সুনানে কুবরা বাইহাকি: ৪৬৫, হাবীব বিন সালেহ)

২. জুতা, স্যান্ডেল পরে যাওয়া। (সুনানে কুবরা বাইহাকি: ৪৬৫, হাবীব বিনসালেহ)

৩. দোয়া পড়ে প্রবেশ করা। (বুখারি: ৬৩২২, আনাস রা.)

৪. প্রথমে বাম পা ভিতরে রাখা। (বুখারি: ৪২৬, আয়েশা রা.)

৫. কিবলার দিকে মুখ অথবা পিঠ করে না বসা।
(আবু দাউদ: ৮, আবু হুরাইরাহ রা.)

৬. কথাবার্তা না বলা। (আবু দাউদ: ১৫, আবু সাইদ খুদরী রা.)

৭. দাঁড়িয়ে প্রস্রাব না করা। (ইবনে মাজাহ: ৩০৯, জাবির রা.)

৮. বাম হাত দিয়ে ইস্তিঞ্জা/ময়লা পরিষ্কার করা। (বুখারি: ১৫৪, আবু কাতাদা রা.)

৯. ইস্তিঞ্জার পর হাত ভালভাবে ধোয়া। (আবু দাউদ: ৪৫, আবু হুরাইরাহ রা.)

১০. ডান পা দিয়ে বের হয়ে আসা। (বুখারি: ৪২৬, আয়েশা রা.)

১১. বের হয়ে আসার পর দোয়া পড়া। (ইবনে মাজাহ: ৩০০)

## ঘরে প্রবেশের ও ঘর হতে বের হবার দোয়া

ঘরে প্রবেশের দোয়া :

আগে প্রথমে এই দোয়া পড়তে হয়। এরপর ঘরে কেউ থাকুক বা না থাকুক সালাম দিয়ে প্রবেশ করা সুন্নত। দোয়াটি হলো-

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَ الْمَوْلِجِ وَخَيْرَ الْمَخْرَجِ بِسْمِ اللَّهِ وَلَجْنَا وَبِسْمِ اللَّهِ خَرَجْنَا وَعَلَى اللَّهِ رَبِّنَا تَوَكَّلْنَا

উচ্চারণ: আল্লাহুম্মা ইন্নি আসআলুকা খাইরাল মাউলিজি, ওয়া খাইরাল মাখরাজি; বিসমিল্লাহি ওয়ালাজনা, ওয়া বিসমিল্লাহি খারাজনা; ওয়া আলাল্লাহি রাব্বিনা তাওয়াক্কালনা।

অর্থ: হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট আগমন ও প্রস্থানের কল্যাণ চাই। আপনার নামে আমি প্রবেশ করি ও বের হই এবং আমাদের রব আল্লাহর উপর ভরসা করি।

ঘর হতে বের হবার দোয়া:

بِسْمِ اللهِ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللهِ لَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللَّهِ

উচ্চারণ: বিসমিল্লাহি তাওয়াক্কালতু আলাল্লাহ, লা-হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ।

অর্থ: আল্লাহর নামে, আল্লাহ তাআলার ওপরই নির্ভর করলাম, আল্লাহ তাআলার সাহায্য ছাড়া বিরত থাকা ও মঙ্গল লাভ করার শক্তি কারো নেই।

## ঘর থেকে বের হওয়ার সুন্নতসমূহ:

১. ঘরের লোকদেরকে সালাম দিয়ে বের হওয়া।

(শুয়াবুল ঈমান: ৮৮৪৫, কাতাদাহ রা.)

২. প্রথমে বাম পা বাইরে রাখা। (বুখারি: ৪২৬, আয়েশা রা.)

৩. ঘর থেকে বের হওয়ার দোয়া পড়া। (তিরমিযী: ৩৪২৬, আনাস রা.)

## ঘরে প্রবেশের সুন্নতসমূহ:

১. দোয়া পড়া অবস্থায় ঘরে প্রবেশ করা।

(আবু দাউদ: ৫০৯৬, আবু মালিক আশ'আরী রা.)

২. ঘরে প্রবেশের পূর্বে অনুমতি নেয়া, কাশি দিয়ে বা দরজা নাড়িয়ে সংকেত দেয়া। (তিরমিযী: ২৭১০, কালাদা রা. , মুসনাদে আহমদ: ৩৬১৫, যায়নাব রা.)

৩. প্রথমে ডান পা দিয়ে ঘরে প্রবেশ করা। (বুখারি: ৪২৬ আয়েশা রা.)

## বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে মাসনুন দোয়া

১. কোনো নিয়ামত পেলে বলব: اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ

অর্থ: সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর! (ইবনে মাজাহ: ৩৮০৫)

২. শুকরিয়া জানাতে বলবো: جَزَاكَ اللّٰهُ خَيْرًا

অর্থ: আল্লাহ আপনাকে উত্তম প্রতিদান দিক! (তিরমিযী: ২০৩৫)

৩. কোনো কাজ করার ইচ্ছা প্রকাশ করলে বলবো: إِنْ شَاءَ اللّٰهُ

অর্থ: আল্লাহ যা চান। (সুরা কাহফ: ৩৯)

৪. কষ্ট পেলে বা কিছু হারিয়ে গেলে পড়বো: إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ

অর্থ: নিশ্চয়ই আমরা আল্লাহর জন্য এবং আমরা সবাই তাঁর দিকে প্রত্যাবর্তনকারী। (সুরা বাক্বারাহ: ১৫৬)

৫. রাগ হলে পড়বো: أَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ

অর্থ: আমি বিতাড়িত শয়তানের কুমন্ত্রণা হতে রক্ষা পাওয়ার জন্য আল্লাহর সাহায্য প্রার্থনা করছি। (তিরমিযী: ৩৪৫২)

৬. আশ্চর্য হলে বলবো: اللّٰهُ أَكْبَرُ سُبْحَانَ اللّٰهِ

অর্থ: আল্লাহ সবচেয়ে বড়, আল্লাহ পাক ও পবিত্র। (বুখারি: ৬২১৮)

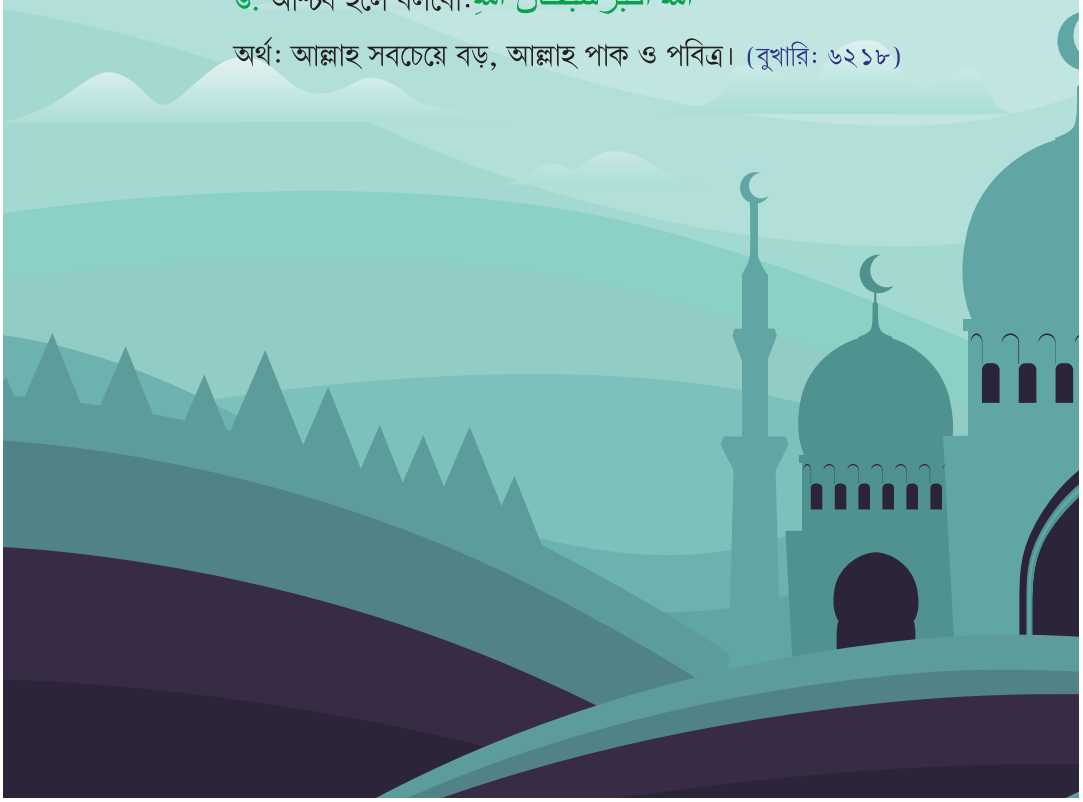

## সালাম এবং সালামের উত্তর

১. কোনো মুসলমানের সাথে দেখা হলে বলবো:

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهٗ

অর্থ: আপনার উপর আল্লাহর (পক্ষ থেকে) শান্তি, রহমত ও বরকত বর্ষিত হোক। (তিরমিযী: ২৬৮৯)

২. কোনো মুসলিম সালাম দিলে উত্তরে বলবো:

وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهٗ

অর্থ: আপনার উপরও আল্লাহর (পক্ষ থেকে) শান্তি, রহমত ও বরকত বর্ষিত হোক। (মুসনাদে আহমদ: ১২৬১২)

৩. কোনো অমুসলিম এর সাথে সাক্ষাৎ হলে তাকে সাধারণ সালাম দেওয়া বৈধ নয়। বরং এভাবে দেওয়া যেতে পারে:

السَّلَامُ عَلٰى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدٰى

(আসসালামু আলা মানিত্তাবাআল হুদা)

তবে যদি কোন অমুসলিম আগে সালাম দিয়ে ফেলে, উত্তরে

وَعَلَيْكُمْ

(ওয়া আলাইকুম) বা

يَهْدِيْكُمُ اللهُ

(ইয়াহদীকুমুললাহ) বলবে।

## সালামের আদব:

১. প্রত্যেক মুসলিমকে সালাম করতে হবে, হোক তিনি পরিচিত কিংবা অপরিচিত। (বুখারি: ২৮, আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা.)

২. আগে সালাম দেয়া।
(মুসনাদে আহমদ: ২২১৯২, আবু উমামাহ রা.)

৩. মজলিসে আসা এবং মজলিস থেকে যাওয়ার সময় সালাম দেয়া। (তিরমিযী: ২৭০৬, আবু হুরাইরাহ রা.)

৪. ছোটদের সালাম দেয়া। (বুখারি: ৬২৪৭, আনাস রা.)

৫. ছোটরা বড়দেরকে সালাম দিবে।
(বুখারি: ৬২৩১, আবু হুরাইরাহ রা.)

৬. কেউ ঘুমিয়ে থাকলে আস্তে সালাম দেয়া।
(মুসলিম: ৫৪৮৩, মেকদাত রা.)

৭. اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهٗ সম্পূর্ণ বলা। (আবু দাউদ: ৫১৯৫, ইমরান ইবনে হুসাইন রা.)